সমাজকল্যাণ বার্তা

সমাজসেবা অধিদফতরের মাসিক মুখপত্র

রেজি নং : ৭৩/৭৬ বর্ষ ১৪ সংখ্যা ১ মে ২০২২

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাইজেশন: G2P

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমকে লক্ষ্যভিত্তিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার জন্যে ১৪ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে জিটুপি (গভর্নমেন্ট টু পার্সন) পদ্ধতিতে ভাতা বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর ২০১৬ সালে ভাতাভোগীর ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য Management Information System- MIS তৈরি করে এবং mis.bhata.gov.bd তে সারাদেশের সকল ভাতাভোগীর তথ্য সন্নিবেশ করা হয়। ২০১৮ সালে ৫ টি জেলার ১১ উপজেলায় এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২১ টি জেলার ৭৭ টি উপজেলায় ১১.২৩ লক্ষ ভাতাভোগীকে জিটুপি পদ্ধতিতে এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ভাতার অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে এ কার্যক্রমের সূচনা ঘটে।

২০২১-২২ অর্থবছরে ৬৪ টি জেলার ১ কোটি ৪ লক্ষ ৪৭ হাজার ভাতাভোগীকে জিটুপি পদ্ধতিতে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস ‘নগদ’ ও ’বিকাশ’ এর মাধ্যমে সারাদেশের ভাতাভোগীর মাঝে ভাতার অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস বা এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ভাতার অর্থ উত্তোলন করায় ভাতাভোগীগণের সময়, অর্থ ও শ্রম উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে ও পাচ্ছে। অনলাইনে (mis.bhata.gov.bd/online Application) যে কোন যোগ্য ব্যক্তি নিজে বা তার পক্ষে যে কেউ যে কোন স্থান থেকে কম্পিউটার বা এন্ড্রয়েড ফোন ব্যবহার করে ভাতার জন্য আবেদন করতে পারবেন। এছাড়া জাতীয় তথ্য সেবা নম্বর ৩৩৩ (টোল ফ্রি) কল করেও ভাতার জন্য আবেদন করা যায়।

সংখ্যায় যা থাকছে

- ডিজিটাইজেশন: G2P তে সমাজসেবা
- প্রশাসনিক বার্তা
- প্রান্তিক শিল্প প্রদর্শনী ও বিপণন কেন্দ্র
- শিশুর সহায়তায় ফোন ১০৯৮
- জটিল রোগে সমাজসেবার আর্থিক সহাযতা
- জাগরণী সপ্তাহ ক্ষুদ্রঋণ
- সাফল্যগাঁথা
- সমাজসেবা অধিদফতর এর বিভিন্ন কাযর্ক্রম এর চিত্র

প্রশাসনিক বার্তা

মুজিববর্ষে প্রশাসন শাখা

মুজিব বর্ষ উপলক্ষে সমাজসেবা অধিদফতরের প্রশাসন শাখার অন্যতম উদ্যোগ ছিলো মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক সফটওয়্যার উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন। এই সফটওয়্যার বাস্তবায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য সমাজসেবা অধিদফতরের কর্মরত সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীর যাবতীয় তথ্য সম্বলিত ডেটাবেজ প্রণয়ন। ফলে অতিসল্প সময়ে যেকোন প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ সম্ভব যা প্রশাসনিক গতিশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ইতোমধ্যে উক্ত মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার (HRMS) বাস্তবায়ন হয়েছে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাংলাদেশ, এর প্রস্তাবিত সংস্কারের ভিতিতে সমাজসবা অধিদফতরকে শক্তিশালীকরনের লক্ষ্যে যুগপোযোগী অর্গানোগ্রাম প্রণয়ন ও নিয়োগবিধি সংশোধনের কার্যক্রম চলমান। এর ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৮২০ টি পদ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অনুমোদন দিয়েছে। মুজিববর্ষে ইতোমধ্যে ১ম শ্রেণীতে ৮৭ জন, ৩য় শ্রেণীতে ৩৩৩ জন এবং ৪র্থ শ্রেণীতে ২৬৯জন নিয়োগ দেয়া হয় এবং ১ম শ্রেণীতে ১৯ জন, ২য় শ্রেণীতে ১১০ জন ৩য় শ্রেণীতে ৯৬ জন পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। আবার সকল শূন্য পদ পূরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অন্যদিকে স্থায়ীকরণ, নিয়মিতকরণ, ও ল্যামগ্রান্ট মঞ্জুরসহ প্রশাসন শাখা থেকে বাস্তবায়িত যাবতীয় কাজ সহজীকরণ করা হয়েছে।

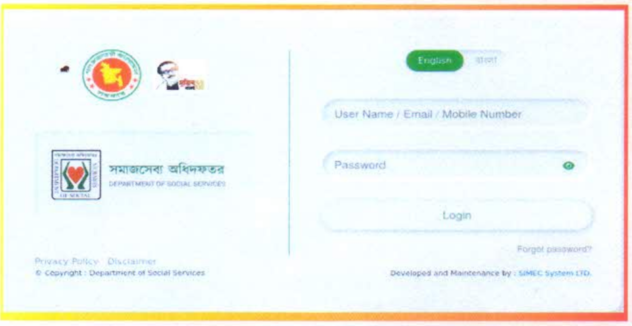

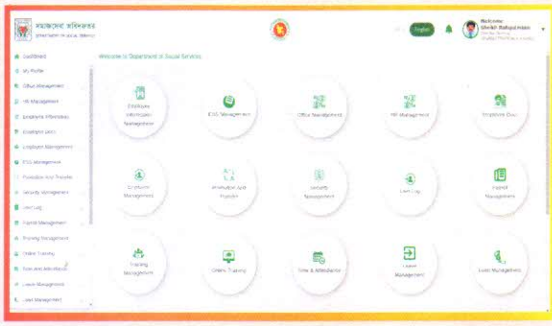

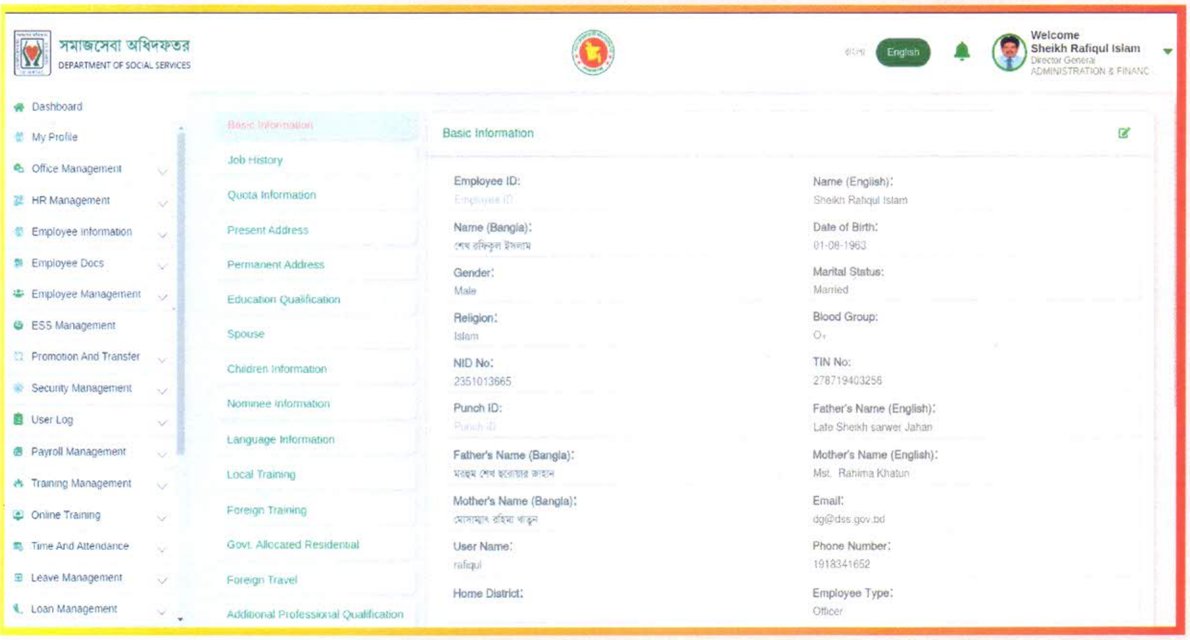

প্রান্তিক শিল্প প্রদর্শনী ও বিপণন কেন্দ্র

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে শুরু হয়ে প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত চলমান থাকবে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য প্রান্তিক পেশাজীবী জাতিগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার উৎকর্ষ এবং পেশার আধুনিকায়নের মাধ্যমে তাঁদের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিসহ সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণের নিমিত্ত জীবনমান উন্নয়ন। পেশাজীবীদের উৎপাদিত পণ্যের উৎকর্ষ সাধনে পরামর্শ/প্রশিক্ষণসহ তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের বহুমুখী ব্যবহারে প্রচারণার অংশ হিসেবে সমাজসেবা অধিদফতর আগারগাঁও, ঢাকায় 'প্রান্তিক শিল্প প্রদর্শণী ও বিপণন কেন্দ্র' স্থাপন করা হয়েছে। সমাজসেবা দিবস উপলক্ষ্যে ০২ জানুয়ারি ২০২২ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী **জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ, এমপি** প্রদশনী ও বিপণন কেন্দ্রটি শুভ উদ্বোধন করেন। প্রদশণী ও বিপণন কেন্দ্রটিতে প্রান্তিক পেশাজীবীদের উৎপাদিত পণ্য (কাসাঁ-পিতল, বাশঁ-বেতের পণ্য, নকশীকাথাঁ, শীতলপাটি, শতরন্জি, লোহার তৈরি বিভিন্ন দ্রব্যাদি, মাটির তৈরি তৈজসপত্র) সংগ্রহ করে প্রদর্শণ ও বিক্রি করা হয়। প্রদশনী ও বিপণন কেন্দ্রটি প্রতিদিন সকাল ১০:০০টা হতে রাত ৮:০০টা পর্যন্ত পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয় করা হয়।

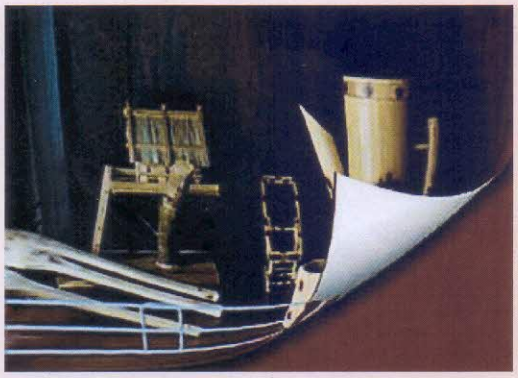

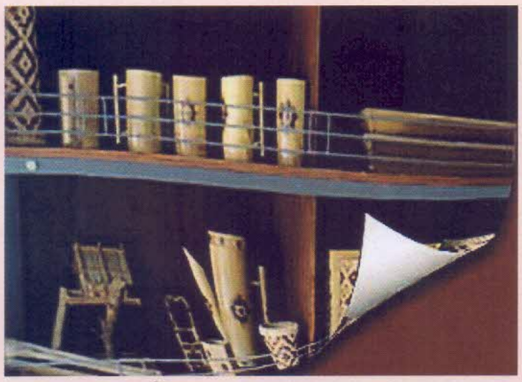

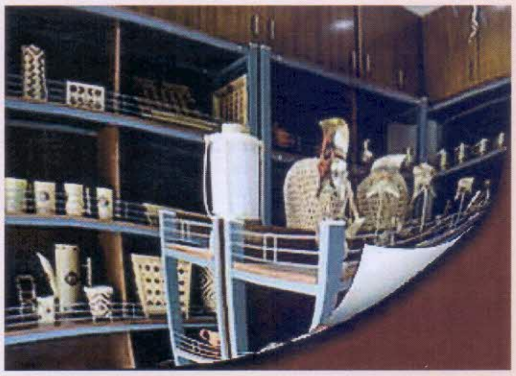

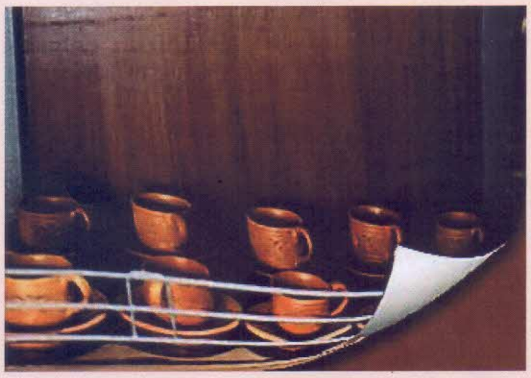

প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে অবহেলা নয়, তারাও যেন উন্নয়ন অংশীদার হয়

১৭ মার্চ ২০২২
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
এর
.... তম জন্ম দিবস
ও
জাতীয় শিশু দিবস এর চিত্র

শিশুর সহায়তায় ফোন-১০৯৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে 'Child help line ১০৯৮' এর দেশব্যাপী চালুর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

শিশুআইন ২০১৩ অনুসারে শিশুঅধিকার ও শিশুর সামাজিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউনিসেফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় সারাদেশব্যাপী 'Child help line ১০৯৮' এর কার্যক্রম ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ থেকে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়।

টোল ফ্রি '১০৯৮' এর মাধ্যমে বাল্য বিবাহ, শিশুশ্রম, শিশুনির্যাতন, শিশু পাচার ইত্যাদি শিশু অধিকার লংঘন সংক্রান্ত তথ্যাদি 'Child help line ১০৯৮' এর মাধ্যমে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে শিশুঅধিকার ও শিশুর সামাজিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য সার্বক্ষণিক (২৪x৭) প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ঢাকার আগারগাঁওস্থ সমাজসেবা অধিদপ্তরের ৮ম তলায় Child help line এর Centralized Call Center (CCC) স্থাপন করা হয়েছে। সরকারি ও সাপ্তাহিক ছুটিরদিনসহ ২৪ ঘণ্টা Call Center টির কার্যক্রম চালু থাকে।

১০৯৮ এর মাধ্যমে ডিসেম্বর ২০১৫ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত সর্বমোট ৬৫৭২৮০ টি কল গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত কলের মধ্যে ১৭৪১৯ জনকে আইনি সহায়তা, ৩০৪৫৫ জনকে কাউন্সিলিং সেবা প্রদান, ২৬১৩ টি বাল্যবিবাহ বন্ধ, ৩৮৪১৬৫ জনকে তথ্য সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

ক্ষুদ্রঋণের জাগরণী সপ্তাহ

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক বাস্তবায়িত বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রবর্তিত সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের ১৪-২১ ডিসেম্বর ২০২১ জাগরণী সপ্তাহ উদযাপন।

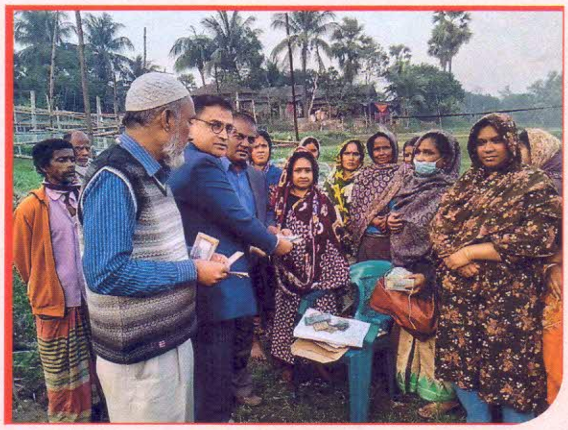

বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউ এবং জিটুপি সফল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যস্ততার কারণে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং শহর সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম মারাত্বক ভাবে বাধাঁগ্রস্থ হয়েছে। বিনিয়োগ ,পুনঃবিনিয়োগ ও অনাদায়ী অর্থ আদায়ের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি আশানুরুপ নিয়ন্ত্রনে আসায় এবং জিটুপি সফল বাস্তবায়ন সম্পুর্ণ হওয়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রবর্তিত সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে গতিশীল ও কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে মুজিব শতবর্ষে ''১৪-২১ ডিসেম্বর সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ জাগরণী সপ্তাহ'' উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয় । ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত ৭৪(চুয়াত্তর) কোটি টাকা সহ বর্তমানে ব্যাংকে গচ্ছিত বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ যোগ্য অর্থের পরিমান প্রায় ২০০(দুইশত) কোটি টাকা। মাঠ পর্যায়ে বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগে অনাদায়ী অর্থে পরিমাণ প্রায় ১৫২(একশত বায়ান্ন) কোটি টাকা। সেবা সাপ্তাহের মধ্যে কমপক্ষে ১৫০(একশত পঞ্চাশ) কোটি টাকা বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ, মাঠ পর্যায়ে অনাদায়ী ৫০(পঞ্চাশ) কোটি টাকা আদায় এবং ক্ষুদ্রঋণ ডিজিটাইজেশনের আওতায় প্রস্তুতকৃত Micro Credit Management System (MCMS) সফটওয়ার কার্যক্রম শুরুর পূর্বে উপজেলার ক্ষুদ্রঋণের সকল তথ্য হালনাগাদ করা ।

লক্ষমাত্রা অনুযায়ী সারাদেশে ১১৫,১৮,৬২,১১২/- টকা বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ করা হয় এবং ৫২,৭৪,২৮,২৬১/-টাকা অনদায়ী অর্থ আদায় করা হয়।

সাফল্যগাঁথা

নাম : মোঃ হামিদুর রহমান
পিতা : মজর আলী
মাতা : হামিদা
গ্রাম : শাহপাড়া, ইউনিয়ন: গাইবান্ধা, উপজেলা: ইসলামপুর, জেলা: জামালপুর।

মোঃ হামিদুর রহমান। বয়স ১৮ কিংবা ১৯ বছর। বাবা মারা গিয়ে মাসহ ৭ ভাইবোনের দায়িত্ব বর্তায় বড় সন্তান হিসেবে হামিদুরের উপর। মাথার উপর যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ার অবস্থা, চোখে মুখে অমানিষার ঘোর অন্ধকার। এক সময় হামিদুর সমাজসেবা অধিদফতরের সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ (RSS) কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারেন। ১৯৯৮ সালে তিনি প্রথমে দুই হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে গ্রহণকৃত ঋণের টাকা দিয়ে দুধের ব্যবসা শুরু করেন এবং কিছু টাকা দিয়ে ২ (দুই) টি ছাগলের বাচ্চা ক্রয় করে লালন-পালন করতে থাকেন। সমাজসেবা অধিদপ্তরের ঋণের টাকা আর কঠোর পরিশ্রম করে সংসারের হাল ধরে বোনদের বিয়ে দিয়ে সংসারের অভাবকে জয় করে নিজেও বিয়ে করেন হামিদুর। দিন দিন তাঁর ব্যবসা আরও বড় হতে থাকে। এখন সে ৬টি গরুর মালিক। হামিদুরের ভবিষ্যত পরিকল্পনা একটি বড় খামার করে দুধের ব্যবসাকে আরও বড় করে মানুষকে খাঁটি দুধ সরবরাহে সহায়তা করে পুষ্টির অভাব পূরণে অবদান রাখা।

ইসলামপুর সমাজসেবা কার্যালয়ের সে একজন ভালো ঋণ গ্রহীতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। সে প্রতি বছরই ঋণ গ্রহণ করে এবং সাফল্যের সাথে নিজের ঋণসহ অন্যের ঋণও পরিশোধ করাতে ভূমিকা রাখে। তিনি বর্তমানে অত্র র্কাযালয় হতে পনের হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেনে।

হামিদুরের স্ত্রী এখন গাইবান্ধা ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ড নং (৪, ৫ ও ৬) আসনের একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি। সংসারে ৪ (চার) ছেলে প্রত্যেকেই লেখাপড়া করছে। হামিদুর নিজে অভাবের কারণে লেখাপড়া তেমন করতে পারে নাই। তাই সে চায় তাঁর সন্তানেরা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশের কাজে আত্ম নিয়োগ করবে এবং ভালো মানুষ হয়ে সমাজে উন্নয়নে নেতৃত্ব দিতে পারে।

শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (ইআরসিপিএইচ)

www.ercph.gov.bd

১৯৮১ সাল হতে টঙ্গীস্থ আরিচপুর মৌজার খতিয়ান ৭ আরএস ৩৫৬ দাগে ৪.২১ একর জমির উপর নির্মিত শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (ইআরসিপিএইচ), টঙ্গী, গাজীপুরের কার্যক্রমের অধীন সমাজসেবা অধিদফতরের আরো ০৩ (তিন) টি কার্যক্রম যথা- জাতীয় অন্ধ প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্র ও ব্রেইল প্রেস এবং হিয়ারিং এইড সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে। শুরু হতে অদ্যাবধি সকল ভূমি উন্নয়ন কর ইআরসিপিএইচ পরিশোধ করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি শুরু থেকে শারীরিক প্রতিবন্ধী ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বকর্মসংস্থান ও চাকুরী প্রদানের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের মূল দ্বারায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। বর্তমানে আধুনিক প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রায় ২২ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এবং দু:স্থ এতিমকে প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদান করে প্রতিবন্ধী সুরক্ষা আইন ২০১৩ এর প্রতিবন্ধী অধিকার নিশ্চিত করণের অঙ্গিকার গ্রহন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার "কাউকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন নয়" এ শ্লোগানের বাস্তব প্রয়োগের অঙ্গিকার পূরনের নিমিত্তে ইআরসিপিএইচ ও তার অঙ্গ প্রতিষ্ঠান সমূহ কাজ করে যাচ্ছে।

অর্জন: বিগত ৩ বছরে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কৃত্রিম অঙ্গ প্রদান, ব্রেইল বই, বিভিন্ন আধুনিক প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে লক্ষ্যভূক্ত প্রশিক্ষণার্থীদের আস্থার প্লাটফরম হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও এতিম দুঃস্থসহ ৪৩৭ জনকে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় চাকুরী প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩২১৩ জনের পুনর্বাসন করা হয়েছে।

- দেশের সমাজসেবা অধিদফতরাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ২০১৯ সালে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।
- গত ২০২০ সালের ০৭ অক্টোবর মাসে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" ব্রেইল সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন করেছেন। যা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ১৪ টি ভাষায় অনুদিত হয়েছে । এ গুরুত্বপূর্ণ বইটি ইআরসিপিএইচ এর ব্রেইল প্রেস হতে প্রকাশিত হয়েছে।
- শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সহায়ক ডিভাইস হিসাবে কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন প্রতিষ্ঠান প্রচলিত জয়পুরী প্রযুক্তির পাশাপাশি হাইটেক কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন মূল্যে কৃত্রিম পা প্রতাশীদের মাঝে স্বল্প মূল্যে এবং বিনামূল্যে ৫১ টি হাইটেক পা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া এ প্রতিষ্ঠানের হেয়ারিং এইড শাখা হতে স্বল্প মূল্যে এবং ৪৪টি ডিভাইস বিনামূল্যে হেয়ারিং ডিভাইস সরবরাহ করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধকতা: প্রতিষ্ঠানটিতে আধুনিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক স্থাপনা ও আরো কিছু আধুনিক প্রশিক্ষণ চালু করা প্রয়োজন । গাজীপুর গার্মেন্টস অধ্যুষিত হওয়ায় এবং চাকুরীর সুযোগ থাকায় গার্মেন্টেসের নীট ওভেন, ফ্যাশন ডিজাইনং ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ চালু করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

বিবিধ: কর রেয়াতের ক্ষেত্রে সরকার এনবিআর এর মাধ্যমে অনুমোদিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণে স্থাপিত প্রতিষ্ঠান সমূহের কর মকুফের ঘোষণা করেছে। সেক্ষেত্রে ইআরসিপিএইচ এবং এনটিআরসিবি হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের কর রেয়াতের সুবিধা প্রদানের জন্য ইআরসিপিএইচ ও এনটিআরসিবির নাম এনবিআরএর তালিকাভূক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য সমাজসেবা অধিদফতরের নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান সিআরপি ও ঢাকা আহসানিয়া মিশন ক্যানসার হাসপাতাল ইতোমধ্যে তালিকা ভুক্ত হয়েছে। তালিকাভুক্তি নিশ্চিত হলে এখানকার প্রশিক্ষাণার্থীরা আরো বেশি চাকুরীতে নিয়োগের সুবিধা পাবে।

প্রাতিষ্ঠানিক বার্তা

চিত্র: মহান বিজয় দিবস-২০২১-এ ডিসপ্লে ও কুচকাওয়াজে সরকারি শিশু পরিবার (বালক) মুন্সিগঞ্জের প্রথম পুরস্কার অর্জন।

চিত্র: সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), চাপাইনবাবগঞ্জের নিবাসীদের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিতে দেয়ালিকা।

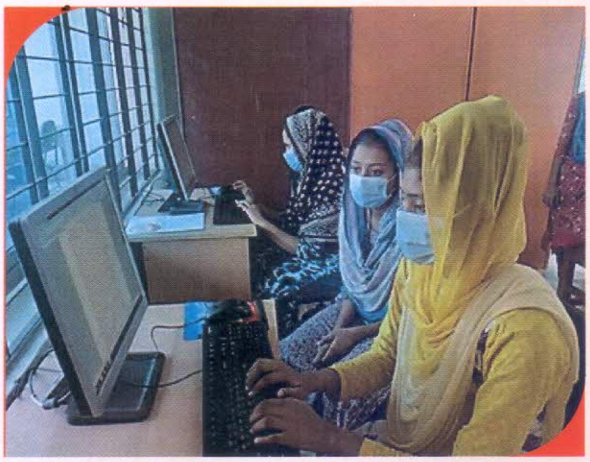

চিত্র: সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), দক্ষিণ, বরিশালের নিবাসীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ।

চিত্র: মহান বিজয় দিবস-২০২১-এ ডিসপ্লে ও কুচকাওয়াজে সরকারি শিশু পরিবার (বালক) মুন্সিগঞ্জের প্রথম পুরস্কার অর্জন।

সমাজসেবা অধিদফতর
ই-৮/বি-১, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮ ০২ ৯১৩১৯৬৬, www.dss.gov.bd

সম্পাদনায়: শেখ রফিকুল ইসলাম, মহাপরিচালক নির্বাহী সম্পাদক: সোমা ইউসুফ, গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা, সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।